১৯.১১.২০১৬ প্রাতঃমুরলী ওমশান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মীঠে বাচ্চে - তোমার চলন খুব খুব মধুর এবং রয়্যাল হওয়া উচিত , ক্রোধের ভূত যেন একেবারেই না থাকে "

প্রশ্ন : ২১ জন্মের প্রালব্ধ প্রাপ্ত করতে বাচ্চাদের কোন্ বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত ?

উত্তর : এই দুনিয়ায় থেকে , সবকিছু কর্ম করে , বুদ্ধির যোগ লাগিয়ে রাখবে একমাত্র সত্য প্রিয়তমের সঙ্গে । এমন কোনো খারাপ অভ্যেস যেন না থাকে যাতে বাবার সম্মানে আঘাত লাগে। ঘরে থেকেও এমন ভালবাসা সহ থাকো যে অন্যরা যেন ভাবে এদের মধ্যে কোনো দৈবী গুণ রয়েছে।

গান : জাগো সজনী জাগো ...

ওমশান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা গান শুনল। এই গানের অর্থ বাচ্চারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। বাবা এসে নতুন নতুন কথা শোনাচ্ছেন । নতুন দুনিয়ার নতুন যুগের জন্যে এই কথা বাচ্চারা ৫ হাজার বছর পূর্বেও শুনেছিল। এখন আবার শুনছে। বাকি মধ্যবর্তী সময়ে শুধু ভক্তিমার্গের কথাই শুনেছে। সত্যযুগে এইসব কথা হয়না। সেখানে হলই জ্ঞান মার্গের প্রালব্ধ । এখন তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্যে সত্যিকারের উপার্জন করছ। নলেজকে সোর্স অফ ইনকাম বলা হয়। পড়াশোনা দ্বারা কেউ ব্যারিস্টার , কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়। ধন উপার্জনও হয়। তোমরা এই পড়াশোনা দ্বারা রাজার রাজা হও। এই হল কত ভারী উপার্জন । এখন তোমাদের নিশ্চয় রয়েছে , যদি একটুও সংশয় থাকে তবে ভবিষ্যতে আরও নিশ্চয় বাড়তে থাকবে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তির গায়ন রয়েছে । বাবার কাছে আপন হওয়া মানেই বর্সার মালিক হওয়া অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করা। বাবা যিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা তিনি এসেছেন আমাদের মালিক করতে। এই কথা তো নিশ্চয় হওয়া উচিত। এই কথাও জানো যে আমাদের দুটি পিতা আছেন। এক হল লৌকিক পিতা , দ্বিতীয় হলেন পারলৌকিক , যাঁকে বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা, ও গড ফাদার । লৌকিক পিতাকে কখনও পরমপিতা বলা হয়না। সবার সুখদাতা , শান্তিদাতা হলেন ঐ একমাত্র পারলৌকিক পিতা। সত্যযুগে সবাই সুখী থাকে। বাকি আত্মারা শান্তিধামে থাকে। সত্যযুগে তোমার কাছে সুখ-শান্তি , ঐশ্বর্য , সুস্থ সবল শরীর সবকিছুই ছিল। তো এমন মোস্ট বিলাভেড বাবাকে সকলেই স্মরণ করে। সাধু-সন্ন্যাসীরা সাধনা করে, কিন্তু কার সাধনা করে , তা জানেনা । তারা করে ব্রহ্মের সাধনা । যাতে আমরা ব্রহ্মে লীন হতে পারি , কিন্তু লীন হতে পারেনা। ব্রহ্মকে স্মরণ করলে পাপ মিটবে কি ? বাবা বলেন মামেকম স্মরণ করো। আমি সর্বশক্তিমান নাকি ব্রহ্ম , যে নিবাস স্থান ? ব্রহ্ম মহাতত্বে সব আত্মারাই বাস করে। তো ব্রহ্মকে তারা ভগবান ভেবে নিয়েছে। যেমন ভারতবাসীরা হিন্দুস্তানে বাস করে তাই নিজের ধর্ম হিন্দু ভেবে নিয়েছে। তেমনই ব্রহ্ম তত্ব থাকার স্থানকে পরমাত্মা ভেবে নিয়েছে , ঐ হল ব্রহ্মাণ্ড । সেখানে আত্মারা জ্যোতিবিন্দু ডিম্বাকৃত রূপে বাস করে , সেইজন্য তারা ব্রহ্মান্ড বলে। এই হল মনুষ্য সৃষ্টি । ব্রহ্মান্ড আলাদা , মনুষ্য সৃষ্টি হল আলাদা। আত্মা কি - এই কথা কারুর জানা নেই। বলাও হয় - ভ্রুকুটির মধ্যিখানে আছে উজ্জ্বল এক আশ্চর্য তারা। আবার বলে আত্মা হল অঙ্গুষ্ঠ সম। কিন্তু বাবা বলেন আত্মা হল একেবারেই সুক্ষ্ম বিন্দু , যাকে এই দৃষ্টিতে দেখা অসম্ভব , যাকে দেখার , হাতে ধরবার অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু কেউ জানতে পারেনা।

তোমরা জানো তবেতো তোমাদের ভারতকে স্বর্গে পরিণত করতে বাবার সহযোগী হতে হবে। বাবা আসেনই ভারতে। শিব জয়ন্তী পালনও ভারতেই হয়। যেমন ক্রাইস্ট যাওয়ার পর ক্রিশ্চিয়ানরা ক্রিসমাস উৎসব পালন করে। ক্রাইস্ট কবে এসেছেন সেকথা তাদের জানা আছে। কিন্তু ভারতবাসীরা জানেনা বাবা কবে এসেছিলেন , কৃষ্ণ কবে এসেছেন ? কারুর বিষয়ে তারা জানা নেই। সম্পূর্ণ মহিমা কৃষ্ণের গায়ন রয়েছে । তাঁকে দোলনায় ঝোলানো হয় , ভালবাসে কিন্তু এই কথা জানেনা যে তাঁর জন্ম কবে হয়েছে। বলে দেয় দ্বাপরে গীতা শুনিয়েছেন । কিন্তু কৃষ্ণ দ্বাপরে তো আসেননা। লীলা হল একমাত্র বাবার। তখন ওনার জন্যে বলে তোমার গতি মতি .... কৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রিন্স । প্রথমে মা জানতে পারেন যে যোগবলে সন্তান জন্ম নেবে। ঐখানে শরীরও এভাবেই ত্যাগ করা হয়। এক শরীর ছেড়ে অন্যটি ধারণ করে। সর্পের খোলস ত্যাগের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে সন্ন্যাসীরা এই উদাহরণ দিতে পারেনা। তোমরা বিকারী মানুষদের বসে জ্ঞানের কথা বলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান করো। এই হল তোমার ধান্ধা - জ্ঞানের কথা বলে মানুষকে দেবতায় পরিণত করা। কচ্ছপ ইত্যাদির উদাহরণও এই সময়েরই । কর্ম করে যেটুকু সময় পাবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা জানো এই হল আমাদের অন্তিম জন্ম। এবারে নাটক শেষ হবে , এই হল পুরনো শরীর । এই শরীরের কর্মভোগ চুক্তি করতে হবে। যখন সতোপ্রধান হবে তখন কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে , আর তখন এই শরীরে থাকা হবেনা । কর্মাতীত অবস্থা হলেই শরীর ত্যাগ করবে , তারপর লড়াই লাগবে । মশার ন্যায় সব শরীর শেষ হবে আর আত্মারা ফিরে যাবে। পবিত্র না হয়ে কেউ ফিরতে পারবেনা । এই হল দুঃখধাম রাবণ দ্বারা রচিত, আর রাম দ্বারা রচিত হল শিবালয় । বাস্তবে পরমাত্মার নাম হল শিব , রাম নয়। সত্যযুগে শিবালয়ে সব দেবতারা বাস করে। পরে ভক্তিমার্গে শিবের প্রতিমার জন্যে মন্দির , শিবালয় ইত্যাদি নির্মাণ হয়। এখন শিববাবার এই (ব্রহ্মা বাবার দেহ) হল তখত অর্থাৎ বসার স্থান। আত্মা এই (দেহ রূপী) তখতে বিরাজিত আছে । পিতা পরমাত্মা বাবাও এই তখতে পাশেই বিরাজিত হয়ে পড়াচ্ছেন। সর্বদা তো থাকেন না। স্মরণ করলেই তিনি আসেন। বাবা বলেন আমি হলাম তোমাদের বেহদের (আত্মিক) পিতা। বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার তোমরা আমার কাছেই প্রাপ্ত করো। ব্রহ্মা বেহদের পিতা নন তাই তোমরা আমায় স্মরণ করো। মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর , প্রেমের সাগর । তো তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরও প্রেমের সাগর হতে হবে। স্ত্রী পুরুষের একে অপরের প্রতি সত্য ভালবাসা নেই , তারা কাম বিকারকেই ভালবাসা ভাবে কিন্তু বাবা বলেন কাম হল মহাশত্রু । এই বিকারই আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়। দেবতারা ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী তাইতো বলা হয় যেন কৃষ্ণ সম সন্তান প্রাপ্ত হয় , কৃষ্ণ সম স্বামী। কৃষ্ণপুরীকেই স্মরণ করে। এখন বাবা কৃষ্ণপুরীর স্থাপনা করছেন। তোমরা নিজেরাই শ্রীকৃষ্ণ বা মোহন সম স্বরূপ প্রাপ্ত করতে পারো। প্রিন্স-প্রিন্সেস তো অনেক হবে। সেইসব এখানেই তৈরী হচ্ছে । তাদেরও লিস্ট আছে। মালার ৮ টি মুক্তো দানা আছে , ১০৮ টিও আছে। লোকেরা ৯ রত্নের আংটি পরে। এখন এই ৮ জন কারা ? মধ্যিখানে কে ? এইসবও তোমরা জানো যে মিষ্টি থেকে মিষ্টি বাবার দ্বারা আমরা রত্নে পরিণত হচ্ছি । বাবা বলেন - বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে স্নেহ পূর্ণ হয়ে থাকো। নাহলে বাবার নাম বদনাম করবে। তারপর সদ্গুরুর নিন্দা যে করাবে তার ঠিকানা থাকবেনা । সবাইকে মন্ত্র বলে দেওয়া উচিত যে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো তাহলেই ভেতরের অপশিষ্ট বেরিয়ে যাবে। বাড়িতেও এত ভালবেসে থাকতে হবে যে অন্যরা যেন বুঝতে পারে যে এদের ক্রোধ বলে কিছু নেই। স্নেহে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। মদ্যপান , সিগারেট ইত্যাদি সেবন বদ অভ্যাস , এমন অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত। দেবীগুণ এখানেই ধারণ করতে হবে। রাজধানী স্থাপন করতে পরিশ্রম লাগে। অন্য ধর্মীয়

জনেরা রাজধানী স্থাপন করেনা। তারা উপর থেকে অর্থাৎ পরমধাম থেকে পরে আসে। তোমরা ২১ জন্মের প্রালব্ধ তৈরী করছ , এতে মায়ার তুফান আসবে অনেক। তবুও পুরুষার্থ করে দেবীগুণ ধারণ করতে হবে। যদি ক্রোধ সহ কথা বলো তো লোকেরা বলবে এদের ভেতরে ভূত আছে। মানে বেহদের বাবার সম্মান নষ্ট হল। তাহলে এমন উচ্চ পদ কিভাবে প্রাপ্ত করবে ? অনেক মধুর অনাসক্ত হতে হবে। এখানে থেকে সবকিছু করে যোগ প্রিয়তমের সঙ্গে থাকা চাই। বাবা বলেছেন যে আমারে স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হবে , এই ক্রিয়াকেই যোগ-অগ্নি বলা হয়। এখানে হঠযোগ বা শারীরিক যোগের প্রয়োজন নেই। নিজের শরীর সুস্থ রাখতে হবে , এই শরীর হল মোস্ট ভ্যালুয়েবল (খুব দামী) । শুদ্ধ ভোজন গ্রহণ করতে হবে। দেবতাদের কেমন ভোগ অর্পণ করা হয় । শ্রীনাথের দ্বারে গিয়ে দেখ , বঙ্গদেশে মা-কালীকে পাঠা বলি রূপে ভোগ অর্পিত হয়। তারা নিজেদের পিতৃপুরুষকে মৎস্য ভোজন করায়। ভাবে যে এইরূপ না হলে পিতৃজন রাগ করবে। কেন নিয়ম বানিয়েছে আর সেই নিয়মই চলছে। দেবী-দেবতাদের রাজ্যে কোনো পাপ হয়না। সে হল রামরাজ্য। এখানে কর্ম-বিকর্ম হয়। ওখানে কর্ম অকর্ম হয়। এবারে হরিদ্বারে গিয়ে বসে । হরি বলা হয় কৃষ্ণকে । কৃষ্ণ তো আছেন সত্যযুগে । বাস্তবে হরি নাম হল শিবের । দুঃখ হরণ করেন যিনি । কিন্তু গীতায় কৃষ্ণের নাম দেওয়া হয়েছে , তাই কৃষ্ণকেই হরি ভেবে নিয়েছে। বাস্তবে দুঃখ হর্তা হলেন শিব। হরির দ্বার সত্যযুগকে বলা হয়। ভক্তিমার্গে যা মনে এসেছে বলেছে।

বাবা বলেন - আমি সঙ্গমযুগে আসি , পুরনো দুনিয়াকে নতুন করতে । রাবণ হল পুরনো শত্রু । প্রতি বছর রাবণ দহন হয়। কত খরচা করা হয়। সবকিছু ওয়েস্ট অফ টাইম , ওয়েস্ট অফ মানি। বঙ্গদেশে কত দেবী তৈরী হয় , তাদের পূজো অর্চনা করে ভোগ নিবেদন করে জলে ভাসান দেওয়া হয়। এই বিষয়ে একটি গানও আছে। বাচ্চাদের খুবই মধুর হতে হবে। কখনও রেগে কথা বলবেনা। বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য করবেনা । রাগে অভিমানে পড়াশোনা ত্যাগ করা মানে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা। এখানে তোমরা এসেছ বিশ্বের মালিক হতে। মহারাজা শ্রী নারায়ণ , মহারানী শ্রী লক্ষ্মীকে বলা হয়। বাকি শ্রী শ্রী হল শিববাবার টাইটেল । শ্রী বলা হয় দেবতাদের । শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ।

এখন তোমরা এই কথা খেয়াল রাখো যে আমরা কি ছিলাম ? মায়া আমাদের মাথা ঘুরিয়ে কি রূপে পরিণত করেছে। ভারত কত ধনী ছিল। তাহলে গরীব হল কিভাবে ? কি হয়েছিল ? কিছুই জানেনা। এখন তোমরা জানো আমরা সেই দেবতা ছিলাম , পরে ক্ষত্রিয় হই। তারা বলে দেয় আত্মা হল পরমাত্মা। না হলে 'আমরাই সেই ' এর অর্থ যে কত সহজ। তারা বলে মানুষের কেবল একটি জন্ম হয়। কিন্তু বাবা বলেন মানুষের ৮৪ বার জন্ম হয় । সেই ৮৪ টি জন্মে এই সঙ্গমের একটি জন্ম হল দুর্লভ ।
যখন তোমরা বেহদের বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার বর্সা রূপে প্রাপ্ত করো। তোমরা হলে খুবই রয়্যাল পিতার সন্তান , তাই তোমাদের মধ্যে কত রয়্যাল্টি হওয়া উচিত। রয়্যাল মানুষ কখনও জোরে কথা বলেনা। দুনিয়ায় ঘরে ঘরে কত হাঙ্গামা হয় । স্বর্গে এমন কোনো কথা নেই। এই বাবাও (ব্রহ্মাবাবা) বল্লভাচারী কুলের ছিলেন। তবুও কোথায় তাঁরা সত্যযুগের দেবতাগণ আর কোথায় আজকালকার বৈষ্ণব জন। এমন তো নয় যে বৈষ্ণব বলে তারা বিকার ত্যাগ করেছে। রাবণরাজ্যে সবাই বিকার থেকেই জন্ম গ্রহণ করে। সত্যযুগে হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী । এখন তোমরা সম্পূর্ণ নির্বিকারী স্বরূপে পরিণত হচ্ছো আর যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হচ্ছো। তোমার চলন খুবই মধুর রয়্যাল হওয়া উচিত। কোনোরকম শাস্ত্রবাদ বা ডিবেট করবেনা। তারা যখন শাস্ত্রবাদ

করে তখন একে অপরকে লাঠি পেটায়। তাদের কোনো দোষ নেই। এই নলেজকে জানেই না। এই হল রুহানী নলেজ , যা রুহানী বাবার কাছে প্রাপ্ত হয়। উনি হলেন জ্ঞানের সাগর । ওঁনার শরীরের নাম নেই , উনি হলেন অব্যক্ত মূর্ত । বলেন আমার নাম হল শিব। আমি স্থূল বা সুক্ষ্ম শরীর ধারণ করিনা । জ্ঞানের সাগর , আনন্দের সাগর আমাকেই বলা হয়। শাস্ত্রে কি কি লেখা আছে । হনুমান ছিল পবনপুত্র , এবার পবনের সন্তান হবে কিভাবে ! পরমাত্মার নামে বলে কচ্ছপ , মৎস্য অবতার , কত গালাগালি করেছে। বাবা এসে বলছেন যে তোমরা অসুরী মতানুযায়ী আমারে কত গালাগালি করেছ। ২৪ অবতার দিয়ে যখন মন ভরেনি তখন কণায় কণায় , পাথরে কাঁকরে সবতেই বিদ্যমান করেছ। এইসব শাস্ত্র দ্বাপর থেকে তৈরী হয়। প্রথম প্রথম শুধুমাত্র শিবের পূজো হয়েছে। গীতাও পরে তৈরী হয়েছে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন এই সবই হল অনাদি খেলা। এখন আমি এসেছি তোমাদের বিশ্বের মালিক করতে , তো বাবাকে পুরোপুরি ফলো করা উচিত । লক্ষণও খুব ভাল হওয়া উচিত। এই সবই হল আশ্চর্য তাইনা। কলিযুগের অন্তে কি চলছে তারপর সত্যযুগে আবার কি দেখব। কলিযুগে ভারত হল ইন্সলভেন্ট , সত্যযুগে ভারত ছিল সলভেন্ট । ঐ সময় আর অন্য কোনো খন্ড ছিলনা। এই গীতার এপিসোড রিপিট হচ্ছে । আচ্ছা ।

মীঠে মীঠে সিকীলাধে বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারাংশ :

১. আমরা হলাম রয়্যাল পিতার সন্তান সেইজন্য নিজেদের চলন খুব রয়্যাল রাখতে হবে। আওয়াজ দিয়ে কথা বলবেনা ।

২. কখনও নিজেদের মধ্যে বা বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য হতে দেবেনা । রাগ অভিমান করে পড়াশোনা ছাড়বেনা । নিজের খারাপ স্বভাব গুলি ত্যাগ করবে।

বরদান : এক পিতার স্মরণে সর্বদা মগ্ন বা লীন থেকে একরস অবস্থার অনুভবী সাক্ষী দ্রষ্টা ভব।

এখন এমন পেপার আসবে যা সঙ্কল্পে , স্বপ্নেও কখনো আসেনি। কিন্তু তোমাদের প্র্যাক্টিস এমন হওয়া উচিত যেমন হদের ড্রামা সাক্ষী হয়ে দেখতে হয়, সীন যাই হোক না কেন দুঃখের বা হাসির , কোনো অন্তর থাকেনা। তেমনই কোনো আত্মার রমণীয় পার্ট হোক , কোনো স্নেহী আত্মার গম্ভীর পার্ট হোক .... প্রত্যেকটি পার্ট সাক্ষী দ্রষ্টা রূপে দেখো , একরস অবস্থা ধারণ করো। কিন্তু এমন অবস্থা তখনই হবে যখন বাবার স্মরণে নিরন্তর থাকবে।

স্লোগান : দৃঢ় নিশ্চয় দ্বারা নিজের ভাগ্যকে নিশ্চিত করে দাও তাহলেই নিশ্চিন্ত থাকবে।